সমকাল

তারিখ .... 19 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ... .

শিক্ষকের লাঞ্ছনা

'বিচ্ছিন্ন' করে দেখা যাবে না

ইদানীং 'ধর্মের অবমাননা'র উড়ো অভিযোগে একের পর এক অকল্পনীয় বিভীষিকাময় ঘটনা ঘটছে। জনগণের প্রতিবাদ, প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থা কিছু নেওয়া হলেও ঘটনাগুলোর চরিত্র ও পরিণাম বিচারে এর সুরাহায় সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। একদিকে গুপ্তঘাতকরা মুক্তচিন্তার অধিকারী লেখক-প্রকাশক-অধ্যাপক ও সংখ্যালঘু ধর্মগুরুদের চাপাতির আঘাতে হত্যা করছে। মামলাগুলোর পুলিশি তদন্তের সাফল্য খুবই কম। কোনো কোনো হত্যার পর দ্রুতই সরকারের তরফে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে অভিহিত করতে আমরা শুনেছি। অথচ সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হত্যাকাণ্ড ঘটছে ধর্মান্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর দ্বারা। তারা গোপনে থাকে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে মন্দির, উপাসনালয় ও বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের লোকের ওপর হামলা তো প্রকাশ্যে হচ্ছে। এমন ঘটনায় ক্ষমতাসীন ও অন্য বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় লোকের জড়িত থাকার তথ্য আরও ভয়ঙ্কর। ২০১২ সালে রামু ও কক্সবাজারে অনেকগুলো বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করতে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য ফেসবুক ব্যবহার ছিল চক্রান্তমূলক; বিএনপিদলীয় একজন জনপ্রতিনিধির ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল এবং প্রথমাবস্থায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ভূমিকাও ছিল বিভ্রান্তিকর। ২০১৩ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার ঠেকাতে নাশকতায় লিপ্ত। তখন বগুড়া ও পাবনায় গুজব ছড়িয়ে মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ওরা কি অন্যদেরও শিখিয়ে দিল? গত মাসে বাগেরহাটের হিজলা হাইস্কুলের বিজ্ঞান ক্লাসে ধর্মবিরোধী মন্তব্যের উড়ো অভিযোগে দু'জন হিন্দু শিক্ষককে দীর্ঘকাল অব্যবহৃত ব্রিটিশ আমলের এক আইনে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত ১৩ মে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে মারধর ও সাংসদ সেলিম ওসমানের নির্দেশে কান ধরে ওঠবস করানোর যে ন্যক্কারজনক ঘটনায় সারাদেশে রিরি পড়েছে তার চরিত্রটি সুপরিকল্পিত। যেভাবে ধর্ম অবমাননার গুজব রটিয়ে দিন বেছে শুক্রবার মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে লোক জড়ো করে তাণ্ডব ঘটানো হয়েছে, তা যদি স্কুল কমিটির কারও স্বার্থপ্রণোদিত হয়েও থাকে, তবু প্যাটার্নটি পুরো সাম্প্রদায়িক। এ ঘটনাকে 'বিচ্ছিন্ন' বলা বা বিচ্ছিন্ন করে দেখারও সুযোগ নেই। শিক্ষক অবমাননার শাস্তি হতেই হবে। তার সঙ্গে দেশব্যাপী পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটানোর বিষয়টি যথাযথ তদন্ত করে দেখতে আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। নারায়ণগঞ্জে প্রভাবশালী পরিবারের এক সাংসদের ভূমিকাই প্রধান বলে অপরাধীরা রেহাই পেয়ে গেলে সারাদেশে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে।